শিল্পপার্ক না হওয়ায় হালকা প্রকৌশল শিল্পের সুফল মিলছে না

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
সোমবার ১৫ শ্রাবণ ১৪১৯
৩০ জুলাই ২০১২

■ রেজাউল হক কৌশিক

দেশীয় চাহিদা মেটানোর পর আন্তর্জাতিক বাজারের রফতানি হচ্ছে হালকা প্রকৌশল পণ্য। তবে প্রয়োজনীয় শিল্প অবকাঠামো ও সরকারি সহায়তা না পাওয়ায় এ শিল্পের ব্যাপক প্রসার হচ্ছে না। সংশ্লিষ্টদের মতে, হালকা প্রকৌশল শিল্পের জন্য শিল্পপার্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। আর এটা সম্ভব হলে স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এ শিল্পের রফতানি আয় দ্বিগুণ করা সম্ভব।

জানা গেছে, বিশ্ব বাজারে হালকা প্রকৌশল পণ্যের বাজার রয়েছে ১৮২ বিলিয়ন ডলারের। এর মধ্যে বাংলাদেশ মাত্র ২২২ মিলিয়ন বা প্রায় ২২ কোটি ডলারের পণ্য রফতানি করে থাকে। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতিবছর হালকা প্রকৌশল পণ্যে রফতানি প্রবৃদ্ধি ৩০ শতাংশ হারে বাড়ছে। স্বাধীনতার পর থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত এ পণ্যের রফতানি তেমন বাড়েনি। ২০০৪ সালের পর থেকে রফতানি বাড়তে শুরু করে। ওই বছর চার কোটি ৫৮ লাখ মার্কিন ডলারের সমান হালকা প্রকৌশল শিল্পের রফতানি হলেও ২০১০-১১ অর্থবছরে তা প্রায় ২২ কোটি ডলার রফতানি হয়েছে। যদিও ২০০৯-১০ অর্থবছরের এ খাতে রফতানির পরিমাণ ছিল ৩১ কোটি ডলার।

এ শিল্পের উদ্যোক্তাদের মতে, হালকা প্রকৌশল খাতকে এগিয়ে নিতে শিল্পপার্ক স্থাপন করা একান্ত জরুরি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য ভারতে ১৬ হাজার পার্ক থাকলেও বাংলাদেশ এদিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে। বাংলাদেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে বিদেশি অনেক প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ থাকলেও সরকার জায়গা দিতে না পারায় সম্ভাব্য বিনিয়োগ আসছে না। শিল্পপার্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ নিশ্চিত করা যেতে পারে বলে মনে করেন উদ্যোক্তারা।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতির (বাইশিমাস) সভাপতি ও এফবিসিসিআইয়ের পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, দেশের অর্থনীতিতে বড় ধরনের ভূমিকা রাখা এ খাতের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শিল্পপার্ক স্থাপন। শিল্পপার্ক স্থাপিত হলে শিল্প অবকাঠামোর সমস্যা দূর হবে। এতে শিল্পোদ্যোক্তা কম খরচে শিল্পপণ্য উৎপাদন করতে পারবে। তিনি বলেন, বর্তমানে গ্যাস-বিদ্যুৎ সমস্যা, অবকাঠামো না থাকায় শিল্প মালিকরা পণ্য উৎপাদনে উৎসাহী হচ্ছে না। শিল্পপার্ক স্থাপিত হলে এসব সমস্যার সমাধান হতে পারে। তখন শিল্পকারখানাগুলো আউট সোর্সিং এর সুযোগ পাবে এবং একইসঙ্গে কারখানাগুলোর উৎপাদন ক্ষমতাও বাড়বে।

আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্থান সঙ্কটে উদ্যোক্তারা এ খাতে বিনিয়োগ করতে পারছেন না। এজন্য সরকারি-বেসরকারি যৌথ সমন্বয়ের মাধ্যমে পারিপার্শ্বিক সবকিছু ঠিক রেখে এ শিল্পকে এগিয়ে নেয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বাংলাদেশ [illegible] কারিগরি সহায়তা কেন্দ্রের (বিটাক) পরিচালক ড. ইহসানুল করিম বলেন, হালকা প্রকৌশল পণ্য তৈরি বিষয়ে বিটাক দীর্ঘদিন ধরে সহায়তা করে আসছে। তারই অংশ হিসাবে এ শিল্পের উন্নয়নে সরকারি প্রতিষ্ঠান বেশ কিছু প্রকল্পও হাতে নিয়েছে বলে জানান তিনি। হালকা প্রকৌশল শিল্পের কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে বিটাক থেকে বই বের করা হয়েছে এবং সম্প্রতি এগুলোর নতুন সংস্করণ বের করা হয়েছে। এছাড়া ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে এ শিল্পের কারিগরদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করছে বিটাক। আগামী মাসে রাজধানীর ধোলাইখালের কারিগরদের দক্ষতা বৃদ্ধিরও একটি প্রকল্প রয়েছে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন, হালকা প্রকৌশল শিল্পকে এগিয়ে নিতে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে কর্মসংস্থান অনেক বেড়ে যাবে। এ শিল্পে

কর্মসংস্থান তৈরির জন্য সারা বছর বিটাক পদক্ষেপ চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামের অসহায় বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তদের নিয়ে ৩ মাসের কোর্স পরিচালনা করছে। প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর এখানকার শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরির ব্যবস্থা করা হয় বলেও জানান তিনি। এসব কাজের জন্য আরো বেশি সরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

এ বিষয়ে সম্প্রতি এক সেমিনারে এফবিসিসিআই সভাপতি একে আজাদ বলেন, বর্তমান সরকারের উন্নয়ন রূপকল্প ভিশন- ২০২১ অনুযায়ী আমাদের অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান ধরা হয়েছে ৪০ শতাংশ এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০১১-১৫) দলিলে শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি ১১ শতাংশে উন্নতি করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। হালকা প্রকৌশল খাতের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্য শিল্পপার্ক স্থাপনের কোন বিকল্প নেই।

জানা গেছে, বিভিন্ন ধরনের হালকা প্রকৌশল পণ্য উৎপাদনের জন্য দেশে প্রায় ৫০ হাজার ছোট-বড় কারখানা রয়েছে। পুরাতন ঢাকার ধোলাইখালে সূচনা হলেও এ শিল্পের প্রসার বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়েছে তার মধ্যে রংপুর, সিলেট, ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, বগুড়া, বরিশাল, খুলনা এবং চট্টগ্রাম অন্যতম। এ খাতের সঙ্গে সরাসরি দুই লাখ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ২০ লাখ লোক জড়িত। দেশে প্রতি বছর ৩০ হাজার কোটি টাকার হালকা প্রকৌশল পণ্যের উৎপাদন টার্নওভার হয়। এ খাতে উৎপাদিত পণ্যের ৯০ শতাংশই স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি (বাইশিমাস) সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ প্রধান হালকা প্রকৌশল শিল্পের মধ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি রফতানি হয় ভারতের পশ্চিম বাংলা, সেভেন সিস্টার, আফ্রিকান দেশ, মায়ানমার ও পূর্ব তিমুরে, ব্যাটারী রফতানি হয় ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মায়ানমারসহ বিভিন্ন দেশে রফতানি হয়। বাইসাইকেল রফতানি হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলোতে। ফ্রিজ, মটরসাইকেল ও এয়ারকন্ডিশনার রফতানি হচ্ছে মায়ানমার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, সুদান, ওমান আফগানিস্তান, অ্যাঙ্গোলা ও ক্যামেরুনে রফতানি হচ্ছে। পানির অটোফিল্টার রফতানি হচ্ছে ভারতে। এছাড়া নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সংযুক্ত আরব আমিরাত ও আফ্রিকার দেশগুলোতে রফতানি হয়।

এগুলো ছাড়াও বাংলাদেশে হালকা প্রকৌশল হিসাবে যেসব পণ্য তৈরি হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, টেক্সটাইল মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি, পাট মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি, আটা, ময়দা ও সুজি তৈরির মেশিনারী ও খুচরা যন্ত্রাংশ, বেকারি মেশিনারী, গার্মেন্টের যন্ত্রাংশ, রাবার প্রক্রিয়াকরণ মেশিন, প্লাস্টিকের পাইপ তৈরির মেশিন, রেলওয়ের নানা ধরনের যন্ত্রাংশ, পানি সরবরাহের মেশিন। এখানে উৎপাদিত যন্ত্রাংশ সিরামিক, ফার্মাসিউটিক্যাল এবং কৃষি ক্ষেত্রসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে ব্যবহার হচ্ছে।

হালকা প্রকৌশল শিল্প কারখানা তিনটি পর্যায়ে উৎপাদন ও সেবা প্রদান করে আসছে। যেমন—বিভিন্ন ধরনের মেশিনারি উৎপাদন (ক্যাপিটাল মেশিনারি), বিভিন্ন ধরনের যানবাহন ও কলকারখানার যন্ত্রাংশ উৎপাদন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত। এছাড়াও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন ও সেবা প্রদানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এগুলোর মধ্যে অটোমোবাইল সেক্টর, মেরিন, এগ্রিকালচারাল খাত, টেক্সটাইল, ক্যাপিটাল মেশিনারী, জুট, চা, কনস্টাকশন, ফুড প্রসেসিং এবং ফার্নিচার প্রভৃতি।

কিন্তু প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও স্বউদ্যোগে গড়ে ওঠা এই শিল্প সেক্টরের উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। কারণ প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া এই সেক্টরের উদ্যোক্তারা এখন পর্যন্ত শত বছরের পুরনো প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। এছাড়াও বিদ্যুৎ সংযোগ, গবেষণা, উন্নত কাঁচামাল, সচেতনতা ও দক্ষ মানব সম্পদের অভাবসহ কয়েকটি মৌলিক সমস্যা রয়েছে।